বিষয়ঃ বাংলা ১মপত্র

শ্রেণিঃ চতুর্থ

হাত ধুয়ে নাও

৩। **শব্দার্থঃ**

চঞ্চল	- অস্থির, অশান্ত
খাবলে খাওয়া	- এক খাবলায় যতটুকু তুলে খাওয়া যায়
অসুখ-বিসুখ	- রোগ-ব্যাধি
ভাগিনা	- বোনের ছেলে
সর্তক	- সাবধান
অভ্যাস	- স্বভাব

৪। **সংক্ষেপে উত্তরঃ**

ক) **অন্তু মামার কাছ থেকে কিসের সম্পর্কে জেনেছিল?**

উত্তরঃ অন্তু মামার কাছ থেকে হাত ধোয়ার সুফল ও কুফল সম্পর্কে জেনেছিল।

খ) **কেন অন্তুর এটা-সেটা অসুখ বিসুখ লেগেই থাকতো?**

উত্তরঃ অন্তু ঠিকমতো হাত ধোয় না, হাত পরিষ্কার করেনা। বিশেষ করে খাওয়ার আগে, আর টয়লেট থেকে এসে। নাকের সর্দিও যেমন তেমন করে মোছে। তার নখগুলোও পরিষ্কার নয়। এসব কারণে অন্তুর সব সময় অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে।

গ) **সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে কী হয়?**

উত্তরঃ সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে হাতের সাথে লেগে থাকা জীবাণু খাবারের মাধ্যমে আমাদের পেটে চলে গিয়ে নানা রকম অসুখ-বিসুখের সৃষ্টি করে।

ঘ) **হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু কেমন করে থাকে?**

উত্তরঃ হাত পরিষ্কার দেখালেও হাত আসলে পরিষ্কার হয়না । আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু ধরি, অনেকের সাথে হাত মেলাই, এ সবকিছুতেই জীবাণু থাকতে পারে যা হাতে লেগে যায়। খাওয়ার আগে এবং টয়লেট করার পর সাবান দিয়ে হাত না ধুলে এমনটা হয়। এ রকম জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু থাকে।

ঙ) **কী অভ্যাস করলে অসুখ বিসুখ অনেক কমে যায়?**

উত্তরঃ ভালো করে হাত ধোয়ার অভ্যাস করলেই অসুখ বিসুখ অনেক কমে যায়।

চ) **অন্তু মামাকে কী কথা দিয়েছিল?**

উত্তরঃ অন্তু তার মামার কাছ থেকে হাত ধোয়ার সুফল ও কুফল সম্পর্কে জেনেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল ঠিকমত হাত না ধোয়ার কারণেই তার অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকে। তাই সে তার মামাকে কথা দিয়েছিল যে, সে ঠিকমত হাত ধোবে।

NEW BLOWN
- An Int'l Standard School-

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শ্রেণিঃ চতুর্থ

অধ্যায়ঃ ৭ (কাজের মর্যাদা)

যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নঃ

১। **পেশা বলতে তুমি কী বোঝ? সকল পেশার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধাশীল হবে কেন? ৫টি বাক্যে লিখ।**

উত্তরঃ যে কাজের মাধ্যমে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে তাকে পেশা বলে। সকল পেশার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হবো। কারণগুলো নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন পেশার মানুষ রয়েছেন।

খ) বিভিন্ন পেশার মানুষ শ্রম দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সাহায্য করেন।

গ) সব পেশাই সমাজের জন্য কমবেশি প্রয়োজনীয়।

ঘ) কোনো পেশাই কম গুরুত্ব বহন করে না।

ঙ) আর তাই সব পেশার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হব।

২। **রিমির বাবা বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেন। তিনি কোন পেশার সাথে যুক্ত? কারা বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেন? তারা করেন এমন ৫টি কাজের নাম লেখ।**

উত্তরঃ রিমির বাবা ব্যবসার সাথে যুক্ত। ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেন। তারা করেন এমন ৫টি কাজ হলো-

ক) আমদানিকারক ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের পণ্য আনেন।

খ) তারা স্থানীয় বাজারে আমদানি করা পণ্যগুলো সরবরাহ করেন।

গ) আমদানি করা পণ্যের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দেন।

ঘ) ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন করেন।

ঙ) দেশের মানুষের পণ্যের চাহিদা মেটাতে ভূমিকা পালন করেন।

NEW BLOWN
- An Int'l Standard School-

বিষয়ঃ ইসলাম শিক্ষা শ্রেণিঃ চতুর্থ

অধ্যায়ঃ ২ (ইবাদত)

যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নোত্তরঃ

ক) সালমান তার ছোট ভাই আরমানকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে উপদেশ দেন। সালমান তার ভাইকে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে।" ইবাদত শব্দের অর্থ কী? ইবাদত কাকে বলে? কুরআন মজিদে আল্লাহ তায়ালার এরূপ বলার অর্থ ৫টি বাক্যে লিখ।

উত্তরঃ ইবাদত শব্দের অর্থ গোলামি করা, মালিকের কথামতো চলা। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (স) এর কথামতো কাজ করাকে ইবাদত বলে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে।" এর অর্থ ৫টি বাক্যে নিচে দেওয়া হল:

১) আমরা কেবল আল্লাহ তায়ালার গোলামি করব। অন্য কারও নয়।

২) আমরা কেবল আল্লাহর আদেশমতো চলব, অন্য কারও নয়।

৩) কেবলমাত্র তাঁরই সামনে মাথা নত করব, অন্য কারও নয়।

৪) কেবলমাত্র তাঁকেই ভয় করব, অন্য কাউকে নয়।

৫) কেবলমাত্র তাঁর কাছে সাহায্য চাইব, অন্য কারও কাছে নয়।

তাই বলা যায়, একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের শুধু একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া উচিত। তাঁকেই ভয় করা উচিত। তাঁর আদেশ মতো চলা উচিত ও কেবলমাত্র তাঁর সামনেই মাথা নত করা উচিত। অন্য কারও সামনে নয়।

খ) ফয়সাল তার শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পায় যে, গোসল করা আল্লাহ তায়ালার হুকুম। তাই সে প্রতিদিন নিয়মিত গোসল করে। গোসল কাকে বলে? গোসলের ফরজ কয়টি ও কী কী? গোসলের ৪টি উপকারিতা লেখ।

উত্তরঃ শরীরে ময়লা ও অপবিত্রতা দূর করার জন্য ভালোভাবে পানি দিয়ে সারা শরীর ধোয়াকে গোসল বলে। গোসলের ফরজ তিনটি। যথা:

১) গড়গড়াসহ কুলি করা।

২) পানি দিয়ে ভালোভাবে নাক সাফ করা।

৩) পানি দিয়ে সারা শরীর ধোয়া।

গোসলের চারটি উপকারিতা নিচে দেওয়া হলো:

১) গোসল করলে গায়ের ঘাম দূর হয়।

২) গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়।

৩) দেহমন পবিত্র হয়।

৪) মন ভালো থাকে।

তাই, আমাদের প্রতিদিন নিয়মিত ভালোভাবে গোসল করা উচিত। গোসল করা যেহেতু আল্লাহ তায়ালার হুকুম, এটাও একটা ইবাদত সেহেতু এই ইবাদত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

গ) সালাতের ভিতরে তোমাকে সাতটি আবশ্যিক কাজ করতে হয়। এ সমস্ত কাজকে কী বলা হয়? দুই রাকাআত ফরজ সালাতে তুমি কীভাবে এ সব কাজ আদায় করে থাক?

উত্তরঃ সালাতের ভিতরে সাতটি আবশ্যিক কাজকে সালাতের আরকান বলা হয়। দুই রাকআত ফরজ সালাতে আমি যেভাবে এ সব কাজ আদায় করে থাকি তা হলো:

১) প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে সালাত শুরু করি।

২) এ সময় আমি কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করি।

৩) কুরআন মজিদের কিছু অংশ অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করি।

৪) রুকু করি।

৫) সিজদাহ্ করি।

৬। শেষ বৈঠকে বসে তাশাহ্হুদ, দুরদ ও দোয়া মাসুরা পড়ি।

৭। পরিশেষে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করি।

উপরের কোনো একটি কাজ বাদ পড়লে সালাত আদায় হয় না। তাই এগুলো আদায়ের ব্যাপারে আমরা খুবই সাবধান থাকব।

ঘ) প্রতি শুক্রবারে যোহরের চার রাকাআত ফরজ সালাতের পরিবর্তে দুই রাকাআত ফরজ সালাত আদায় করা হয়। এই সালাতকে কী বলে? এই সালাতে কয়টি আযান দেওয়া হয়? তুমি নিয়মিত জুমুআর সালাত আদায় করবে কেন? চারটি বাক্যে লিখ।

উত্তরঃ প্রতি শুক্রবারে যোহরের সালাতের পরিবর্তে জুমুআর সালাত আদায় করা হয়। এই সালাতে দুইটি আযান দেয়া হয়। আমি যেসব কারণে নিয়মিত জুমুআর সালাত আদায় করব তা হলো:

১) জুমুআর সালাত আদায় করা আল্লাহর নির্দেশ।

২) এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়।

৩) এলাকার অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং কুশল বিনিময় হয়।

৪) এর ফলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে ওঠে।

তাই, আমরা সকলেই জুমুআর সালাত আদায় করব। এতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন ও রহমত দান করেন।

ঙ) পবিত্র শাওয়াল মাসের প্রথম দিনে আমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করি। এই দিন ধনীরা গরিবদেরকে একটি বিশেষ দান করে। এর নাম কী? ঈদের দিনে তুমি যেসব সুন্নত পালন কর তা পাঁচটি বাক্যে লিখ।

উত্তরঃ ঈদুল ফিতরের দিনে ধনীরা গরিবদেরকে 'সাদকায়ে ফিতর' দিয়ে থাকে। ঈদের দিনে আমি যেসব সুন্নত পালন করি সেগুলো হলো–

১) আমি ঈদুল ফিতরের দিনে সকালবেলা গোসল করি।

২) পরিষ্কার কাপড় পরি।

৩) খুশবু বা আতর ব্যবহার করি।

৪) ঈদের সালাতের আগে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাই।

৫) ঈদের সালাত মাঠে আদায় করি।

পরিশেষেবলা যায় যে, ঈদের দিনে এই সুন্নতগুলো পালন করা আমাদের কর্তব্য। তাই, আমরা সকলেই এই সুন্নতগুলো পালন করব।

চ) ঈদুল আযহা কেন ঈদুল ফিতর থেকে আলাদা? এই ঈদ আরবি কোন মাসের কত তারিখে পালন করা হয়? তুমি ঈদুল আযহার দিনটি কীভাবে পালন কর তা চারটি বাক্যে লিখ।

উত্তরঃ পশু কুরবানি করার কারনে ঈদুল আযহা ঈদুল ফিতর থেকে আলাদা। জিলহজ মাসের ১০ তারিখ। ঈদুল আযহা পালিত হয়। আমি যেভাবে ঈদুল আযহার দিনটি পালন করি তা হলো:

১) এই দিনে আমি পরিষ্কার কাপড় পরে মাঠে সালাত আদায় করি।

২) সালাত শেষে বাবার সাথে পশু কুরবানি করি।

৩) কুরবানির গোশত তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ নিজেদের জন্য রাখি, একভাগ আত্মীয়দের এবং আরেকভাগ গরিবদের মধ্যে বিতরণ করি।

৪) কোনো আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু বান্ধব আমাদের বাড়িতে এলে তাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করি।

পরিশেষে বলা যায়, ঈদ মানে আনন্দ। মুসলমানদের বছরে দুটি ঈদ। এই দুটি ঈদ আমরা ভিন্নভাবে আনন্দের সাথে কাটাই।

NEW BLOWN

বিষয়ঃ হিন্দুধর্ম শিক্ষা শ্রেণিঃ চতুর্থ

অধ্যায়ঃ ৪ (শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা)

যোগ্যতা ভিত্তিকঃ

১। **সহনশীলতার অপর নাম কী? এক অঞ্চলের একই ধর্মের লোকদের মধ্যে কিসে পার্থক্য রয়েছে? হিন্দু, বোদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা কী কী ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে? চারটি বাক্যে লিখ।**

উত্তরঃ সহনশীলতার অপর নাম সহিষ্ণুতা। এক অঞ্চলের একই ধর্মের লোকদের মধ্যে ধর্মপালন, বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান উদযাপনে পার্থক্য রয়েছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা যে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে–

১) হিন্দুরা দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান পালন করে।

২) বৌদ্ধরা বৌদ্ধপূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করে।

৩) খ্রিস্টানরা বড়দিন, ইস্টার সান ডে প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করে।

৪) মুসলমানরা ঈদুল-ফিতর, ঈদুল-আযহা প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

এভাবেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে।

২। **শ্রদ্ধা শব্দটির অর্থ কী? সকল ধর্মের উদ্দেশ্য কী? মানুষের জীবনে শ্রদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর।**

উত্তরঃ শ্রদ্ধা শব্দটির অর্থ হচ্ছে সম্মান জানানো, ভক্তি করা বা ভালোবাসা।

সকল ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে– স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন এবং জগৎ ও জীবনের মঙ্গল প্রার্থনা

মানুষের জীবনে শ্রদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ,–

১) শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান অর্জন করা যায় না।

২) শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা যায় এবং সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়।

৩) একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সমাজে সংঘাত দেখা দেয়।

৪) শ্রদ্ধা না থাকলে সমাজে সকলের অশান্তির সৃষ্টি হয়।

এসব কারণেই মানবজীবনে শ্রদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ।

NEW BLOWN
- An Int'l Standard School-

বিষয়ঃ হিন্দুধর্ম শিক্ষা

শ্রেণিঃ চতুর্থ

অধ্যায়ঃ ৫ (ত্যাগ ও উদারতা)

যোগ্যতা ভিত্তিকঃ

১। প্রাচীনকালে নামকরা একজন অসুর ছিল। তিনি একজন দেবতার বলে বলীয়ান হয়েছিল। তিনি কে? তাকে কে বর দিয়েছিলেন? তাঁর বর খন্ডাতে দধীচি মুনি কী করেছিলেন চারটি বাক্য লেখ।

উত্তরঃ তিনি বৃত্রাসুর। তাকে শিব বর দিয়েছিলেন। শিবের বর খন্ডাতে দধীচি মুনি যা করেছেন -

ক) দধীচি মুনি বুঝতে পারেন শিবের বরে বলীয়ান বৃত্রাসুরকে কোনো প্রচলিত অস্ত্র দিয়ে বধ করা যাবে না।

খ) তাই তিনি নিচের দেহ ত্যাগ করেন।

গ) তিনি দেবতাদের তাঁর শরীরের হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে বলেছিলেন।

ঘ) দধীচির হাড় দিয়ে তৈরি বজ্রের মাধ্যমে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন।

২। নিখিলেশ অরন্যে কঠোর তপস্যা করেন। তিনি সবার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করেন। নিখিলেশের মধ্যে কার আদর্শ লক্ষনীয়? তিনি কোথায় বাস করতেন? তিনি কেন আজও অমর হয়ে আছেন ৪টি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ নিখিলেশের মধ্যে দধীচি মুনির আদর্শ লক্ষণীয়। তিনি নৈমিষারণ্য তপোবনে বাস করতেন। দধীচি মুনি আজও অমর হয়ে আছেন। কারণ-

ক) মুনি দধীচি ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

খ) তিনি সবার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করতেন।

গ) মুনি দধীচি দেহত্যাগ করে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন।

ঘ) তাঁর জন্য দেবতারা আবার তাদের স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন।

৩। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র লিপন তার পাঠ্য বইতে একজন মুনি সম্পর্কে পড়েছে যিনি দেবতাদের মঙ্গলের জন্য দেহত্যাগ করেছিলেন। ঐ অসুর সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ।

তাঁর নাম ছিল দধীচি মুনি। তিনি বৃত্রাসুরকে দমন করার জন্য দেহত্যাগ করেছিলেন।

বৃত্রাসুর সম্পর্কে ৪টি বাক্য হলোঃ

ক) বৃত্রাসুর কঠোর সাধনা করে শিবের বর পেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।

খ) এর বর অনুসারে দেবতা বা অসুরদের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে না।

গ) তিনি দেবতাদের স্বর্গরাজ্য জয় করে তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ঘ) দধীচির হাড় দিয়ে তৈরি বজ্র দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন।

NEW BLOWN